দৈনিক খবর

16

তারিখ ...30 MAR 1990...
পৃষ্ঠা ...7... কলাম ...9...

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের পদ

নিয়োগ-প্রত্যাশী ৮৬ হাজার প্রার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

অর্থ সাশ্রয়ের জন্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। এ কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে ইচ্ছুক প্রায় ৮৬ হাজার পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র এ খবর জানিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা মহা-পরিদফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি উচ্চপদস্থ সূত্র এই প্রতিনিধিকে জানান, জাতীয় অর্থনীতিতে হঠাৎ করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ায় সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ বন্ধ করার চিন্তা-ভাবনা করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ থাকলে অর্থ সাশ্রয় হবে, এই কারণ দেখিয়ে সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে সূত্রের অভিমত। আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

নিয়োগ—প্রত্যাশী ৮৬ হাজার

প্রথম পৃষ্ঠার পর।

সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ স্থগিত করার নির্দেশ দেয়া হবে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ সম্পর্কে সরকারের এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা কার্যকর করা হলে সাম্প্রতিক সময়ে এ পদে নিয়োগ পেতে ইচ্ছুকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সরকারের সার্কুলার অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। এই বিরাটসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৯২ হাজার পরীক্ষার্থীর আবেদনপত্র বৈধ হয়। পরবর্তীতে প্রায় ৮৬ হাজার পরীক্ষার্থী নিয়োগ পাওয়ার জন্যে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। মার্ক শীট, ব্যাংক ড্রাফট না দেয়া ও ঠিকানায় ভুল থাকার কারণে প্রায় ৪৮ হাজার পরীক্ষার্থীর আবেদনপত্র নাকচ হয়ে যায়। তাছাড়া প্রায় ৬ হাজার পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। গত ২৬শে জানুয়ারী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল কম্পিউটারের মাধ্যমে দেয়ার কথা। ইতিমধ্যেই লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার কথা থাকলেও সেটা এখন পর্যন্ত করা হয়নি।

শিক্ষা ভবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ না দেয়া সম্পর্কে এখনও কোন নির্দেশ আসেনি। অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ দেয়ার জন্যে যে সার্কুলার দেয়া হয়েছিল সেই অনুযায়ী প্রাথমিক কাজ-কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষা ভবনের সংস্থাপন বিভাগের একটি সূত্র জানিয়েছেন, গত ২৮শে জানুয়ারী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে ইচ্ছুকদের মধ্য থেকে প্রথম পর্যায়ে ৬ হাজার জনকে বাছাই করা হবে। পরবর্তীতে সময় ও সুযোগ বুঝে আরও ৫শ' জনকে বাছাই করা হবে, যারা প্রথম পর্যায়ে অপেক্ষমাণদের তালিকায় থাকবে। নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত একেক জনের জন্যে প্রতি মাসে প্রায় ৯শ' টাকা হারে মোট ৫৪ লাখ টাকা মাইনে ও ভাতা বাবদ খরচ হওয়ার কথা।